যুগান্তর

তারিখ 31 MAY 2001
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বিজ্ঞান শিক্ষায় জোর দিন

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতির জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হল বিজ্ঞানের যথাযথ চর্চা এবং বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসা। এতে করে নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এটা যতদিনে করা না যাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের বাজার হয়েই থাকতে হবে। বিজ্ঞানচর্চাকে যুগোপযোগী করতে সরকার সব শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের পাঠ্যক্রমে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। এটা আশার কথা। কিন্তু বিজ্ঞান কোন গান বা কবিতার মতো মুখস্থ করার বিষয় নয়। তত্ত্বীয় পাঠের সঙ্গে বিজ্ঞানের বাস্তব ধারণা লাভ করতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান অতীব জরুরি। এই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পাঠদান কেমন হবে সে বিষয়ে সরকারের কোন বিধিমালা প্রণীত আছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ছিটেফোঁটাও যে আমাদের স্কুল-কলেজগুলোতে নেই তা মোটেই সরকার দেখছে না। এসএসসি এবং

এইচএসসিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা নিছক প্রহসন।

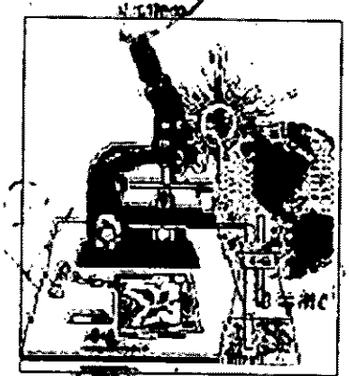

আমি একশ' ভাগ জেনে বলছি, এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা শুধু কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং নোট খাতা দেখে একটা বা দুটো পরীক্ষণ লিখে। এতেই একশ' ভাগ নম্বর পায় তারা। এইচএসসিতেও স্যারের সঙ্গে 'সুসম্পর্ক' এবং কেবল 'সুসম্পর্ক' থাকাই হল ব্যবহারিক পরীক্ষায় ৯৫%-১০০% নম্বর পাওয়ার যোগ্যতা! এসএসসি পাস করা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই স্লাইড ক্যালিপার্স, কোনিক্যাল ফ্লাস্ক, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দেখেনি। অথচ পরীক্ষার সময় তারা শতভাগ নম্বর পাচ্ছে অনায়াসে। বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করছে মোটা অংকের ঘুষ। শিক্ষার্থীরা ঘুষ ও দুর্নীতির সঙ্গে এভাবেই জড়িয়ে যায় জীবনের প্রথম প্রহরেই।

এছাড়া আমরা মনে করি, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুখস্থনির্ভর ও ফাঁকিবাজ বিদ্যাধারীদের প্রবেশাধিকারমুক্ত রাখা উচিত। এজন্য ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রহসন দূর করা খুবই জরুরি। খাতা-পরীক্ষণকে সুতীক্ষ্ণ করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এ উপলব্ধিটুকু যদি বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করেন, তাহলে আমাদের দেশ একটি অবশ্যম্ভাবী অন্ধকারের গ্রাস থেকে বেঁচে যেতে পারে।

এমএম ইসলাম
বৈদ্যপাড়া, বরিশাল